সংবাদ

তারিখ: 19 AUG 2013
পৃষ্ঠা: ... কলাম: ...

হঠাৎ সব ধরনের কারিগরি প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার ফি দেড় হাজার টাকা বৃদ্ধি

● আন্দোলনে নামছে ৫ লাখ শিক্ষার্থী

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসহ কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের অধীন সারাদেশের সব প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার ফিসহ এ সংক্রান্ত সব ফি'র আকস্মিক বৃদ্ধির ঘটনায় অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়েছে। কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কোনরকম আলোচনা ছাড়া হঠাৎ করে সব ধরনের পরীক্ষার ফি শিক্ষার্থী প্রতি দেড় হাজার টাকা পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়ার প্রতিবাদে আন্দোলনে যাচ্ছে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা।

কারিগরি শিক্ষক সংগঠনসহ এর সঙ্গে জড়িত বিশেষজ্ঞরা অবিলম্বে বিষয়টিতে প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করে বলেছেন, হঠাৎ ফি বাড়িয়ে ৫ লাখ শিক্ষার্থী ও তার পরিবারকে সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা হয়েছে।

এ বিষয়ে কারিগরি শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রতিষ্ঠানের : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৮

প্রতিষ্ঠানের : পরীক্ষার ফি

(১২ পৃষ্ঠার পর)

অধ্যক্ষ আবদুস সাত্তার বলেছেন, সরকারের শেষ সময় এসে এ ধরনের অবিবেচক সিদ্ধান্তের কারণে সত্যিকার অর্থেই সরকারকে বেকায়দায় ফেলা হবে। ৫ লাখ শিক্ষার্থীর পরিবারের মধ্যে সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়বে। এই ঘটনায় কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বড় ধরনের আন্দোলনের আশঙ্কা প্রকাশ করে তিনি বলেন, এই সেক্টরে পড়ালেখা করে দেশের দরিদ্র পরিবারের সন্তানরা। এখানে কিছু করতে গেলে ভেবে চিন্তে করা উচিত।

এ বিষয়ে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবুল কাশেম সাংবাদিকদের বলেন, ১৯৯৯ সাল থেকে একই ফি দিয়ে চলেছে। ১৪ বছর পর ফি বাড়ানো হলো। পরীক্ষার সঙ্গে জড়িত শিক্ষকরা দাবি জানিয়েছে তাদের পরীক্ষার দায়িত্ব পালনের টাকা বাড়াতে হবে। সুযোগ সুবিধা বাড়াতে হবে। এটা করতে ফি বাড়ানোর কোন বিকল্প ছিল না। প্রতিষ্ঠানগুলোতে অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ার বিষয়ে তিনি বলেন, হ্যাঁ এটা হয়। দেশে ৫ টাকা ফি বাড়লেই আন্দোলনে যায় অনেকে। কিন্তু বাস্তবতা দেখে না। সার্বিক বিষয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে জানিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে জানান চেয়ারম্যান।

জানা গেছে, ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে সব সেমিস্টারের ফি যথেচ্ছভাবে বাড়িয়েছে বোর্ড। চতুর্থ সেমিস্টারে শিক্ষার্থী প্রতি পরীক্ষার ফি ৫০ টাকা, কেন্দ্র ফি ১২৫ টাকা বাড়ানো হয়েছে। ষষ্ঠ সেমিস্টারে যাদের চতুর্থ ও পঞ্চম সেমিস্টারে অকৃতকার্য বিষয় আছে তাদের পরীক্ষার ফি ৫০ টাকা, কেন্দ্র ফি ৪০০ টাকা বাড়ানো হয়েছে। ষষ্ঠ সেমিস্টারে নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের কেন্দ্র ফি ৩২৫ থেকে বাড়িয়ে ৪৫০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

একইভাবে কেন্দ্র ফিও বাড়ানো হয়েছে সব সেমিস্টারে। ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পরীক্ষা ও কেন্দ্র ফি ৫০ টাকা থেকে ৩২৫ টাকা পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। নবম শ্রেণীর ভোকেশনাল পরীক্ষার ফিও বাড়ানো হয়েছে। শিক্ষার্থী প্রতি পরীক্ষার ফি ৫০ টাকা, কেন্দ্র ফি ১৫০ টাকা, ব্যবহারিক কেন্দ্র ফি ৫০ টাকা, নম্বরপত্র ফি ১০ টাকা, বাস্তব প্রশিক্ষণ ফি ২০ টাকা, সংযোগ রক্ষাকারী ফি ১০০ টাকা, বিলম্ব ফি ১০০ টাকা, জরিমানা ৫৫০ টাকা পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। সংশ্লিষ্টরা জানান, কারিগরিতে এক সেমিস্টার থেকে আরেক সেমিস্টারে উত্তরণের জন্য তিনটি বিষয় পর্যন্ত অকৃতকার্য গ্রহণযোগ্য হয়। তবে নতুন ফি নির্ধারণের ফলে এখন শিক্ষার্থীদের আলাদা আলাদা বিষয় বিবেচনায় প্রায় দেড় হাজার টাকা পর্যন্ত ফি দিয়ে পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে।